কলিপাবনাবতার শ্রী শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য দেবোক্ত—

শ্রীশ্রীশিক্ষাষ্টকম্।

"অনন্যচেতা হরিমূর্ত্তি সেবাং করোতি নিত্যং যদি ধর্ম্মনিষ্ঠঃ।
তথাপিধন্যোনহিত্ত্ববেত্তা গৌরাঙ্গ চন্দ্রো বিমুখো যদি স্যাৎ॥"

"ভক্তি" মাসিক পত্রিকারসম্পাদক

পণ্ডিত শ্রীদীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত

এবং

"ভক্তি" কার্য্যালয়—কৌড়ার বাগান, হাওড়া হইতে

উক্ত

সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

(প্রথম সংস্করণ)

সন ১৩২২ সাল।

 [মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।

অদ্বৈত প্রকটীকৃতো নরহরি প্রেষ্ঠঃ স্বরূপপ্রিয়
নিত্যানন্দ সখঃ সনাতন গতি শ্রীরূপ হৃদ্‌কেতন।
লক্ষ্মী প্রাণপতি গদাধর রসোল্লাসী জগন্নাথ ভূঃ
সাঙ্গোপাঙ্গ সপার্ষদ সদয়তাং দেবঃ শচীনন্দন ॥

কান্তং শান্ত মশেষজীব হৃদয়ানন্দ স্বরূপং পরং
সর্ব্বাত্মানমনন্ত মাদ্যমমলং বিশ্বাশ্রয়ং কেবলম্ ।
ভক্ত্যানন্দরসৈক বিগ্রহবরং ভক্তৈক ভক্তি প্রিয়ং
ভক্তাবেশধরং বিভুং কমপিতং গৌরং সদোপাস্মহে ॥

হাওড়া।
দি বৃটিশ ইণ্ডিয়া প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীসুবোধচন্দ্র কুণ্ডু দ্বারা মুদ্রিত।

নিবেদন।

—•:•—

কলিপাবনাবতার অধমতারণ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব নিজ সর্ব্বজ্ঞতা সম্পত্তির বলে কলিকলুষিতচিত্ত নরনারীর মানসিক দুর্ব্বলতার বিষয় অবগত হইয়া তাহাদের আত্মোন্নতির জন্য নিজে অবতীর্ণ হইয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম আচরণ পূর্ব্বক বৈষ্ণব আচার ও বৈষ্ণবধর্ম্মের নানাপ্রকার উপাদেয় শিক্ষা প্রদান করিয়া গিয়াছেন। এস্থলে আমরা শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর যত যত শিক্ষা আছে তাহার মধ্য হইতে কেবল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সকল সম্প্রদায়ের একান্ত পাঠ্য এবং অত্যাবশ্যকীয় নাম-সাধন-সম্বন্ধীয় "শিক্ষাষ্টক"টীই কেবল সরলটীকা ও সরল ব্যাখ্যার সহিত প্রাচীন মহাজনগণের পদ্যানুবাদের সঙ্গে প্রকাশ করিয়া সহৃদয় পাঠকগণের করে অর্পণ করিতেছি।

করুণাসিন্ধু শ্রীভগবানের নামই এই ঘোর কলিযুগের ধর্ম্ম। পতিতপাবনাবতার শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেব দুঃখ দুর্দ্দশাগ্রস্থ এই ঘোর কলিহত মায়ামুগ্ধ জীবের মঙ্গল সাধনের জন্য এই হরিনামের অমিয় লহরি জগতে প্রবাহিত করিয়া সাধনার পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন। যুগাবতারের দ্বারা এই গোলক ভাণ্ডারের অতিযত্নে

নিবেদন।

রক্ষিত অনর্পিত সাররত্ন, এই উন্নত উজ্জ্বল রসময়ী প্রেমভক্তি প্রবর্ত্তিত হওয়া অসম্ভব বিবেচনায়, শ্রীভগবান স্বয়ং শ্রীগৌরাঙ্গ রূপে অবতীর্ণ হইয়া এই সুধামধুর হরিনাম-রসমণ্ডিত-প্রেম-ভক্তিরূপ মহারত্ন অকাতরে আচণ্ডালের দ্বারে দ্বারে অযাচিত ভাবে বিনামূল্যে দিয়া গিয়াছেন। হায়! হায়! বড়ই পরিতাপের বিষয়, বড়ই দুর্ভাগ্যের কথা এমন দীনদয়াল এমন করুণাসিন্ধু শ্রীগৌর সুন্দরের পূর্ণ ভগবত্তায়ও আমাদের অবিশ্বাস, আমাদের সন্দেহ। শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত প্রণেতা শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী উচ্চ কণ্ঠে বলিয়াছেন।—

প্রেমোদ্ভাবিত হর্ষের্ষোদ্বেগদৈন্যার্ত্তি মিশ্রিতং।
লপিতং গৌরচন্দ্রস্য ভাগ্যবদ্ভির্নিষেব্যতে॥

অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রেমহেতু প্রকাশিত হর্ষ, ঈর্ষা, উদ্বেগ ও আর্ত্তি বিশিষ্ট প্রলাপ ভাগ্যশীল সাধুদিগেরই আস্বাদ্য। যাহারা দুর্ভাগা তাহারাই বঞ্চিত থাকে।

অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গৌররায়।
কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পায়॥

এখনও অপার্থিব করুণাধারা অজস্রধারে বর্ষিত হইতেছে, কিন্তু অহঙ্কারে উন্নতগ্রীব হইয়া থাকায় আমাদের উপর যে করুণাধারা

বর্দ্ধিত হইয়াও দাঁড়াইতে পারিতেছে না। শ্রীভগবানের সকল নামই প্রেমভক্তির উদ্দীপক, কিন্তু তাহা হইলেও শ্রীশ্রীগোবিন্দ নামে যেমন প্রেমভক্তির উজ্জল মাধুরী পরিস্ফুট অন্যনামে বুঝিবা তেমন নাই। তাইবুঝি এই ভুবন মঙ্গল নাম মাধুরীর সহিত শ্রীযুগল মাধুরী মিলিত হইয়া গৌর প্রেমরসার্ণবে এক অদ্ভুত অপূর্ব্ব আনন্দ তরঙ্গ আজ দেশের সর্ব্বত্র তরঙ্গায়িত করিয়া তুলিয়াছে। তাই বুঝি আজ ভাবুকভক্তগণের হৃদয়ক্ষেত্রে এই অমৃত ধারার স্রোত প্রবাহিত হইয়া আবার সেই অনীর্ব্বচনীয় অতুলানন্দদায়ী প্রেমানন্দ উদয়ের সূত্রপাত ঘোষণা করিতেছে। এই ভক্ত ভাবুকের ভাব্য, ভক্ত রসিকের আস্বাদ্য শ্রীশ্রীনামের মাধুর্য্য ভাষায় বর্ণনা অসম্ভব। ইহা প্রাণে প্রাণে অনুভবনীয়। তথাপি কি যানি কেন শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেরণায় ও ভক্তগণের কৃপালাভাশায় নিতান্ত অযোগ্য হইয়াও আজ এই দুরূহ ব্যাপারে হস্তার্পণ করিতে সাহসী হইয়াছি। প্রকৃতপক্ষে আমি ইহার শত শত ভাগের এক ভাগের ও মাধুর্য্য বর্ণনে কৃতকার্য্য হইয়াছি কিনা সন্দেহ। যাহা হউক ইহা উন্মাদের প্রলাপ হউক আর ভাব-ভাষার তাদৃশ পারিপাঠ্য না থাকুক তথাপিও আশা করি বিষয় গুণে ইহা সুধী পাঠকগণের আদরণীয় হইবে। কলহংস জল মিশ্রত দুগ্ধ হইতে যেমন সারভাগ দুগ্ধই গ্রহণ করিয়া থাকে, মধুকর নানা জাতীয় বন্য কুসুমরাজী হইতে যেমন সারভাগ

মকরন্দই সংগ্রহ করিয়া থাকে, তদ্রূপ সুধী পাঠকগণ ইহার মধ্য হইতে সারাংশটুকু গ্রহণ করিয়া এই অকিঞ্চণ অন্তঃসার বিহীন অনুগত কৃপার্থী জনকে উৎসাহিত ও কৃতার্থ করেন ইহাই আমার বিনীত নিবেদন এবং প্রাণের কথা।

পরিশেষে পাঠকগণের নিকট আমার বিনীত নিবেদন এই যে, আমি ক্ষুদ্র হইলেও মহাজনগণের পদাঙ্কানুসরণ পূর্ব্বক এবং সহৃদয় পাঠকবর্গের অজস্র কৃপাশীর্ব্বাদ ভরসা করিয়াই শিক্ষাষ্টকের ব্যাখাদ্বারা নাম মন্ত্রের উপাসনারূপ সাধনপদ্ধতির বিষয় সঙ্খেপে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। সারগ্রাহী পাঠকগণ আমার শত শত ক্রুটী মার্জ্জনা করিয়া নিজগুণে সংশোধন পূর্ব্বক ইহা বৈষ্ণবের নিজ কর্ত্তব্যের দর্পণ স্বরূপ গ্রহণ করিলেই আমার সকল শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হইবে। অলমিতি বিস্তরেণ।

বিনীত—কৃপাভিলাষী।—

সম্পাদক।

উৎসর্গ পত্র।

অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন সলাকয়া।
চক্ষুরুন্মিলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবেনমঃ॥

গুরুদেব! পূর্ব্ব পূর্ব্বজন্মের বহু সুকৃতি বলে আপনার অভয় পদে আশ্রয় পাইয়াছিলাম, কিন্তু সাধ মিটাইয়া, প্রাণ ভরিয়া সেবা করিবার সুযোগ পাই নাই। যদিও এখন সাধ হয় সেবা করি, কিন্তু আপনি এক্ষণে নিত্যধামে নিত্যানন্দময়রূপে বিরাজিত। প্রকটাবস্থায় আপনার দর্শন পাওয়া এক্ষণে অসম্ভব। আপনার প্রকটাবস্থাতে যখনই আপনার নিকট কোন প্রশ্ন উঠিত তখনই আপনি ভাব গদগদচিত্তে নানা প্রকারে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকের যে কোনও শ্লোক ব্যাখ্যা করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের প্রাণে সুধা বরিষণ করিতেন। শিক্ষাষ্টকের শ্লোকগুলি আপনার বড়ই প্রিয় ছিল, সেই জন্য আপনি এই মহামূল্য "রত্ন" সকলকেই কণ্ঠহার করিয়া রাখিতে উপদেশ দিতেন। আজ আপনার সাধের "শিক্ষাষ্টক" মহাজনগণের পদাঙ্কাণুসরণ করত কিঞ্চিত আলোচনা করিয়া গঙ্গাজলে গঙ্গা পূজার ন্যায় আপনার সাধের জিনিষ আপনার করে অর্পণ করিলাম। এক্ষণে দীনপ্রদত্ত এই ক্ষুদ্র পুষ্পাঞ্জলী গ্রহণ করিয়া চিরদাসকে কৃতার্থ করুন ইহাই প্রার্থনা।

চির সেবক,—আপনার স্নেহের,

"দীনেশ।"

মঙ্গলাচরণম্ ।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।
জয় অদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর ভক্ত-বৃন্দ ॥

বর্ণসমুজ্জ্বল গৌর-বর দেহং
বিলসতি নিরবধি ভাব বিদেহম্ ।
ত্রিভুবন পাবন কৃপয়া লেশং
তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্ ॥

গদগদ অন্তর ভাব বিকারং
দুর্জ্জন তর্জ্জন নাদ বিশালং ।
ভব-ভয়-ভঞ্জন কারণ করুণং
তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্ ॥

অরুণাম্বর-ধর চারু কপোলং
ইন্দু-বিনিন্দিত নখচয় রুচিরং ।
জল্পিত নিজগুণ নাম বিনোদং
তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্ ॥

বিগলিত নয়ন কমল-জল-ধারং
ভূষণ নব রস ভাব বিকারম্ ।
গতি অতি মন্থর নৃত্য-বিলাসং
তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্ ॥

চঞ্চল-চারু চরণ গতি রুচিরং
মঞ্জির-রঞ্জিত-পাদযুগ-মধুরম্ ।
চন্দ্র বিনিন্দিত শীতল বদনং
তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্ ॥

ধৃত কটি ডোর কমণ্ডলু দণ্ডং
দিব্য কলেবর মুণ্ডিত মুণ্ডম্ ।
দুর্জ্জন কল্মষ খণ্ডন দণ্ডং
তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্ ॥

ভূষণ ভূরজ অলকা বলিতং
কম্পিত বিম্বাধর-বর-রুচিরম্ ।
মলয়জ বিরচিত উজ্জ্বল তিলকং
তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্ ॥

নিন্দিত অরুণ কমলদল নয়নং
আজানুলম্বিত শ্রীভুজ যুগলম্ ।
কলেবর কৈশোর নর্ত্তকবেশং
তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্ ॥

মঙ্গলাচরম্ ।

নবগৌরবরং নবপুষ্পশরং
নবভাবধরং নবোল্লাস্যপরম্ ।
নবহাস্য করং নব হেমবরং
প্রণমামি শচীসুত গৌরবরম্ ॥

নবপ্রেমযুতং নবনীতশুচং
নববেশকৃতং নব প্রেমরসম্ ।
নবধাবিলাসং সদা প্রেমময়ং
প্রণমামি শচীসুত গৌরবরম্ ॥

হরিভক্তিপরং হরিনাম ধরং
করজপ্যকরং হরিনাম পরম্ ।
নয়নে সততং প্রেম সংবিশতং
প্রণমাম শচীসুতং গৌরবরং ॥

নিজ ভক্তিকরং প্রিয়চারুতরং
নট নর্ত্তন নাগরী রাজকুলম্ ।
কুলকামিনী মানসোল্লাস্য করং
প্রণমামি শচীসুত গৌরবরম্ ॥

করতাল বলং নীলকণ্ঠ করং
মৃদঙ্গ রবার সু বীণা মধুরম্ ।
নিজভক্তি গুণাবৃত নাটকরং
প্রণমামি শচীসুত গৌরবরম্ ॥

যুগধর্ম্মযুতং পুনঃ নন্দসুতং
ধরণী সুচিত্রং ভবভাবোচিতম্ ।
তনুধ্যান চিত্রং নিজবাসযুতং
প্রণমামি শচীসুত গৌরবরম্ ॥

অরুণনয়নং চরণ বসনং
বদনে স্খলিতং স্বনাম মধুরম্ ।
কুরুতে সুরসং জগতো জীবনং
প্রণমামি শচীসুত গৌরবরম্ ॥

ইতি মঙ্গলাচরণম্ ।

শ্রী শ্রীগৌরবিধুর্জয়তি।

শ্রীশ্রীশিক্ষাষ্টকম্।

আনন্দ লীলা-রস-বিগ্রহায় হেমাভদিব্যচ্ছবিসুন্দরায়।
তস্মৈমহাপ্রেম-রসপ্রদায় চৈতন্যচন্দ্রায় নমোনমস্তে॥

কলিপাবনাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভু, কলিকলুষ মলিন চিত্ত মানবগণের শ্রদ্ধাকর্ষণ মানসে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ পূর্ব্বক, কলিযুগোচিত সহজ সাধ্য সাধন পদ্ধতি শিক্ষা দিবার জন্য যখন শ্রীনীলাচল ধামে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় নাম-প্রবাহে চতুর্দ্দিক প্লাবিত হইয়াছিল। তিনি শেষ সময়ে শ্রীল স্বরূপদামোদর ও শ্রীল রায় রামানন্দের সহিত শ্রীকৃষ্ণলীলা-রসাস্বাদনে বিভোর থাকিতেন। অবশ্য এই আস্বাদনের মুখ্য কারণ "জীবশিক্ষা"। তিনজনে লীলা-কথা-প্রসঙ্গে এমন ভাবেই প্রমত্ত হইতেন যে, সমস্তরাত্রিই অতিবাহিত হইত, নিদ্রার কথা তিনজনেই ভুলিয়া যাইতেন। নাম-প্রসঙ্গ যখনই উঠিত তখনই তিনজনে বিহ্বল হইয়া নাম-তরঙ্গে একেবারে ডুবিয়া যাইতেন।

এক এক সময় এমন হইত যে, ব্রজলীলা-প্রেমরস আস্বাদন করিতে করিতে তিনজনেই বিশেষতঃ স্বয়ং প্রভু আমার একেবারেই বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইতেন।

একদিন এইভাবে শ্লোকাস্বাদন করিতে করিতে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত একটী শ্লোক প্রভুর শ্রীমুখে প্রকাশ পাইল। তিনি স্বরূপ দামোদর এবং রামরায়কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন;—

"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র পার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তন প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥"

শ্লোকটী আবৃত্তি করিয়া আর বিশেষ কিছু না বলিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—

"হর্ষে প্রভু কহে শুন, স্বরূপ রামরায়।
নাম সঙ্কীর্ত্তন কলৌ পরম উপায় ॥

সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞে কলৌ কৃষ্ণ আরাধন।
সেইত সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ ॥

নাম সঙ্কীর্ত্তনে হয় সর্ব্বানর্থ নাশ।
সর্ব্ব-শুভোদয় কৃষ্ণে পরম উল্লাস ॥

সঙ্কীর্ত্তন হৈতে পাপ সংসার নাশন।
চিত্তশুদ্ধি সর্ব্বভক্তি সাধন উদ্‌গম ॥

কৃষ্ণ প্রেমোদ্গম প্রেমামৃত আস্বাদন।
কৃষ্ণ প্রাপ্তি সেবামৃত সমুদ্রে মজ্জন॥"

(শ্রীচরিতামৃত অন্ত্যলীলা ২০শ পঃ)

এই কথা বলিয়া একে একে "চেতোদর্পণমার্জ্জনং" ইত্যাদি আটটি শ্লোক পাঠ করিলেন। এই শ্লোক আটটিই আমাদিগের আলোচ্য—ভক্তের কণ্ঠহার "শ্রীশ্রীশিক্ষাষ্টক"।

প্রভুর শ্রীমুখোদ্গীর্ণ এই শ্লোকাষ্টক বৈষ্ণবের হৃদয়ের ধন—নিত্য আস্বাদনীয় ও পরমাদৃত উজ্জ্বলতম রত্নাষ্টক।

এই আটটি রত্নের প্রথমটি শ্রীশ্রীকৃষ্ণ নাম সঙ্কীর্ত্তনের শক্তি-দ্যুতি প্রকাশক। নাম সঙ্কীর্ত্তনের মহান্ শক্তি, নামকীর্ত্তন পরায়ণ বৈষ্ণবগণ নিত্য প্রত্যক্ষ করিতেছেন। বহির্ম্মুখ জনগণও যে কিছু কিছু অনুভব না করেন তাহা নহে। তবে যাঁহাদের চিত্ত জড়-চিন্তায় একান্ত মলিন, ভুল ক্রমেও যাঁহারা নাম কীর্ত্তন করেন না বা শ্রবণবিবরে স্থান দান করেন না, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। মহারাজ পরীক্ষিত ভগবন্নাম সম্বন্ধে বলিয়াছেন;—

"নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানাদ্ ভবৌষধাচ্ছোত্র মনোঽভিরামাৎ।
ক উত্তমশ্লোকগুণানুবাদাৎ পুমান্ বিরজ্যেত বিনা পশুঘ্নাৎ॥"

(শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ ১ম অঃ)

অর্থাৎ নিবৃত্ততর্ষ মুক্ত পুরুষগণও যে উত্তমশ্লোক শ্রীহরির গুণ গানে আনন্দ লাভ করেন, যে নাম শ্রবণ ও মনের অভিরাম এবং যাহা ভবব্যাধির একমাত্র মহৌষধ সেই সুধাময় হরি কথায় নিতান্ত পশু-প্রকৃতি আত্মঘাতী ব্যতিত আর কে বিরত থাকিতে পারে?

পূর্ব্বেই আভাস দেওয়া হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণ নাম সঙ্কীর্ত্তন-শক্তির প্রত্যক্ষ প্রমাণ সুধী বৈষ্ণবগণও শাস্ত্র বাক্য, তদ্ভিন্ন অন্য প্রমাণ দিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। তবে এইটুকু বলা যায় যে, এই সকল শাস্ত্র-বাক্যে ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ দর্শনেও যাঁহাদের বিশ্বাস না হয় তাঁহারা নির্জ্জনে বসিয়া অন্যের অলক্ষিত ভাবে প্রত্যহ কিছুক্ষণের জন্য কয়েকদিন এই সুধাময় নাম গ্রহণ করিয়া দেখুন। উচ্চৈঃস্বরে বলিতে সঙ্কোচ বা ভয় হইলে মনে মনে জপ করিয়া দেখুন, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবেন নামের শক্তি আছে কি না? নাম গ্রহণ করিতে করিতে নিশ্চয়ই সর্ব্বানর্থকারী অশ্রদ্ধা দূর হইবে। কারণ শাস্ত্রে দেখা যায়;—

"মধুর মধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং
সকল নিগমবল্লী সৎফলং চিৎস্বরূপম্।
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা
ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম॥"

জীবের যাহা প্রয়োজন, যাহা লাভ করিবার জন্য জীব সর্ব্বদা লালায়িত, যে অমূল্য নিধি পাইলে আর কিছু পাইবার আকাঙ্খা থাকে না বা পাইতে বাকি থাকে না, সে সমস্তই একমাত্র নামাশ্রয়ে লাভ করা যায়। ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত শাস্ত্রে পাওয়া যায়। উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন নাই। এক্ষণে নাম গ্রহণ করিয়া চিত্ত কিরূপ ভাবে শুদ্ধ হইয়া ভগবদুন্মুখী হয়, নাম গ্রহণ করিয়া কিভাবে প্রেমময় শ্রীভগবানকে লাভ করা যায় তাহাই আমাদের আলোচ্য।

নামের কত শক্তি তাহা বুঝাইবার জন্যই শ্রীগৌরচন্দ্রের শ্রীমুখ হইতে জীবের পরম কল্যাণকর শিক্ষাষ্টকের প্রকাশ, প্রথমেই নামের শক্তি প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন;—

"চেতোদর্পণ-মার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ-কৈরব-চন্দ্রিকা-বিতরণং বিদ্যাবধূ-জীবনম্‌।
আনন্দাম্বুধি-বর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনম্‌॥ ১॥"

(সর্ব্বমঙ্গল স্বরূপং) শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তনম্‌ (শ্রীকৃষ্ণ-নাম গুণ-লীলাদি কীর্ত্তনং) পরং বিজয়তে (সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে)। [কথম্ভূতং শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তনং?] চেতোদর্পণ মার্জ্জনং (অবিদ্যাদিমল দূষিত

চিত্তদর্পণস্য মলাপকর্ষণং) ভব মহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপনং (ভব-সংসার দুঃখ এব মহাদাবাগ্নি সুনির্ব্বাণ করণং) শ্রেয়ঃ কৈরব-চন্দ্রিকা-বিতরণং (শ্রেয়ঃ শ্রীকৃষ্ণ সেবানুরাগ এব কৈরবং কুমুদং তৎ-প্রকাশয়তি যা চন্দ্রিকা কৌমুদী তাং বিস্তারয়তীতি) আনন্দাম্বুধি-বর্দ্ধনং (হ্লাদিনী সার বৃত্তি বর্দ্ধনং) প্রতিপদং (পদে পদে, শ্রীকৃষ্ণেতিনাম্নঃ প্রত্যক্ষরাত্মকং পদমিতি বা) পূর্ণামৃতাস্বাদনং (নিত্য নির্ম্মল প্রেমামৃতাস্বাদন কারণং [তথা] সর্ব্বাত্ম-স্নপনং জড়াজড়াত্ম—(জড়ং মন আদি ইন্দ্রিয়বর্গং অজড়ং আত্মাতয়োঃ—তৃপ্তিজনক শীলং) ॥১॥

শ্রীকৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তন ফলে চিত্তদর্পণ মার্জ্জিত হয়। মানবের চিত্তরূপ দর্পণ হয় অবিদ্যা-মল-লিপ্ত না হয় অপরা বিদ্যার বাহ্য চাক্‌চিক্যময় সৌন্দর্য্য সাহচর্য্যে রঞ্জিত থাকে। এরূপ মলিন দর্পণে কোনরকমেই স্বরূপ উপলব্ধি হয় না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ নাম সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা চিত্তের যাবতীয় মালিন্যই দূর হইয়া যায়।

পাতঞ্জলি বলিয়াছেন "ঈশ্বর প্রণিধানাদ্বা" অর্থাৎ ঈশ্বর চিন্তা দ্বারাও চিত্তবৃত্তি সংযত হয়। আর আমাদের প্রাণ গৌরাঙ্গ বলিতেছেন, "শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তন-দ্বারা মলিন চিত্ত-দর্পণ মার্জ্জিত হয়।" চিত্তের মলিন ভাব দূর হইলেই নির্ম্মল চিত্তে স্বরূপ অবস্থা দর্শন হইয়া থাকে। এখন বুঝা যাইতেছে যে, নাম জপ, নাম ধ্যান

ও নামাদি গান দ্বারা ক্রমে ক্রমে চিত্তের বিক্ষেপাদি দূরীভূত হইয়া চিত্ত নির্ম্মল হইলেই অভীষ্টদেবের প্রকাশ হইয়া সাধকের প্রাণে শান্তি লাভ হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে যে, চিত্ত দর্পণের মালিন্যতার হেতু হয় অবিদ্যামল নতুবা অপরা বিদ্যার বাহ্যিক চাক্‌চিক্য। এই বাহ্য ব্যাপারে আসক্তি হইতেই এই দুই প্রকার মালিন্যের উৎপত্তি হয়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের নাম সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা ক্রমে ক্রমে নামে আসক্তি ও পরে নাম করিতে করিতে নামীতে প্রেমোদয় হইয়া থাকে। অন্য বাহ্যিক ব্যাপারে যতই আসক্তির অভাব ঘটে ততই শ্রীভগবানের দিকে আসক্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীশুকদেব গোস্বামী বলিয়াছেন;—

যৎকীর্ত্তনং যৎস্মরণং যদীক্ষণং
যদ্বন্দনং যচ্ছ্রবণং যদর্হণম্ ।
লোকস্য সদ্যো বিধুনোতি কল্মষং
তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমোনমঃ ॥

সুতরাং যাঁর নাম কীর্ত্তনে, যাঁর নাম স্মরণে জীবের যাবতীয় কল্মষ সদ্যই বিনষ্ট হয় সেই নামের আশ্রয় লইতে পারিলে আর ভাবনা কি? চিত্তের মালিন্যই যদি দূর হইয়া গেল, চিত্ত যদি তার

অভয় চরণে সংলগ্নই হইয়া রহিল তাহা হইলে আর জীবের দুঃখ কোথায়? তাই বলিয়াছেন,—"ভব মহা দাবাগ্নি নির্ব্বাপনং" অর্থাৎ নামের এমনই গুণ যে নাম লইলে সংসার দুঃখ রূপ মহা দাবাগ্নিও অচিরে নির্ব্বাণ হয়।

দাবাগ্নি অরণ্যেই জ্বলে। এ ভবারণ্যও বড় সহজ অরণ্য নয়। যাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধে ভবাটবী বর্ণন পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা সহজেই এই সংসার অরণ্যের এবং তদুত্থিত দাবাগ্নির ভীষণত্ব কিয়ৎ পরিমানে অনুভব করিয়াছেন সন্দেহ নাই। আর যাঁহারা পাঠ করেন নাই তাঁহারা একবার এই বিষয়টী আলোচনা করিয়া এই ঘোর দাবাগ্নি নির্ব্বাপিত করিবার জন্য একটু চেষ্টা করিবেন। "শ্রীভগবানের নামামৃত ধারাই দাবানল নির্ব্বাণের একমাত্র উপায়"।

একটু ভাবিলেই বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, অনিত্য বিষয় বাসনাই এই প্রচণ্ড দাবানল। এই বাসনা, ভোগের দ্বারা কখনই নষ্ট হয় না। কেবল "হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মে'ব ভূয়ো এবাভি বর্দ্ধতে।" ভোগের দ্বারা ভোগ তৃষ্ণা নষ্ট হওয়া দূরে থাকুক অনলে ঘৃতাহুতির ন্যায়ই কাজ করে। তাই কোন মহাপুরুষ বলিয়াছিলেন "ভোগে সুখ নাই, সুখ সংযমে"।

সুতরাং সংসারে জড় কামনার বস্তু যতগুলি আছে সকল গুলি ভোগ করিলেও কামনার শান্তি না হইয়া বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই হইতে থাকে। কাজেই যত দিন ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য বাসনা, তত দিনই জ্বালা। তবে এই বাসনার স্রোত সদ্‌গুরুর কৃপাবলে অন্য দিকে ফিরাইয়া দিতে পারিলেই পরম শান্তি। সেটী আর কিছুই নয় মনঃপ্রাণ তাঁহার পদে সমর্পণ করিয়া কেবল নাম গান, কেবল বলা;—

হরি হরয়ে নমঃ, কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ॥

উচ্চৈঃস্বরে বলিতে হইবে—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"

উচ্চৈঃস্বরে বলিলে একসঙ্গে নাম বলা ও শোণা দুইটীই হইবে। "উচ্চৈঃ শতগুণন্তবেৎ।" একবারে দুইটী পথ দিয়া নাম হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া সকল আবর্জ্জনা, সকল মালিন্য ক্ষালন করিয়া দিয়া হৃদয়ে নাম সাধনের চরম ফল নব-কৈশোর-নটবর মূর্ত্তি দেখাইয়া দিবেন।

নামীকে হৃদয়ে উদয়ে করাইয়া দিতে নামই এক-মাত্র সাধনা। শাস্ত্র ও মহাজনগণের ইহাই মত।

নাম ও নামী যে অভেদ এই তত্ত্ব লইয়া পদ্মপুরানে উক্ত হইয়াছে,—

"নামঃ চিন্তামনিঃ কৃষ্ণঃ চৈতন্য রসবিগ্রহঃ ।

পূর্ণঃশুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নাত্মা নামনামিনোঃ,

সুতরাং শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ও নাম চন্দ্র একই। এই নাম চন্দ্রের চন্দ্রিকায়ই জীবের হৃদয়ে শ্রেয়ঃ কুমুদ বিকসিত হয়। তাই বলিয়াছেন—"শ্রেয়ঃ কৈরব চন্দ্রিকা বিতরণং" সকলেই নিজ নিজ জীবনে এই কথার নিশ্চয়তা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। নামাভাসেই যখন অশেষ মঙ্গলের উদয় হয় তখন পূর্ণ নামের শক্তিতে যে পরম শ্রেয়ঃ লাভ হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? শাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন ;—

ন নাম সদৃশং জ্ঞানং ন নাম সদৃশং ব্রতম্ ।
ন নাম সদৃশং ধ্যানং ন নাম সদৃশং ফলম্ ॥
ন নাম সদৃশস্তাগো, ন নাম সদৃশঃ শমঃ ।
ন নাম সদৃশং পুন্যং ন নাম সদৃশী গতিঃ ॥

এই সকল যাঁহার শ্রীমুখের বাক্য তিনিই লীলান্তরাশ্রয় পূর্ব্বক আমাদিগের ন্যায় ঘোর অবিশ্বাসীকে উদ্ধার মানসে এই সকল বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করিয়া, শুধু তাহা নহে নিজ জীবনে আচরণ করিয়া জীবের দ্বারে দ্বারে বলিয়া বেড়াইয়াছেন।

নাম গাহিতে গাহিতে শুনিতে শুনিতেই শ্রেয়ঃ কুমুদ প্রস্ফুটিত হয়। ক্রমে ক্রমে পরাবিদ্যার বিকাশ হইয়া এই নামামৃতই যে পরাবিদ্যার জীবন তাহা বুঝাইয়া দেয়, তাই বলিয়াছেন,—"বিদ্যাবধূজীবনম্" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ নামই বিদ্যাবধূর জীবন স্বরূপ। এস্থলে বিদ্যা শব্দে 'কৃষ্ণ' ভক্তিই বুঝিতে হইবে। শ্রীচরিতামৃতে প্রভুর সহিত রায় রামানন্দের যে কথোপকথন হয় তাহাতে উক্ত হইয়াছে—

"প্রভু কহে 'কোন বিদা বিদ্যা মধ্যে সার'?
রায় কহে 'কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর'' ॥

নাম কীর্ত্তন করিতে করিতেই সেই পরাবিদ্যারূপা কৃষ্ণভক্তিকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। গরুড়পুরাণে উক্ত হইয়াছে।

যদিচ্ছসি পরং জ্ঞানং জ্ঞানাৎ যৎপরমংপদম্।
তদাদরেন রাজেন্দ্র! কুরু গোবিন্দ-কীর্ত্তনম্ ॥

অর্থাৎ হে রাজেন্দ্র! যে জ্ঞান লাভ করিয়া জগতে নরগণ শ্রেষ্ঠতম পদ প্রাপ্ত হয় যদি সেই 'পরম' জ্ঞান লাভ করিবার তোমার বাসনা থাকে তবে আদরের সহিত শ্রীগোবিন্দ নামকীর্ত্তন কর তোমার সকল জঞ্জাল দূর হইয়া মনোবাসনা পূর্ণ হইবে।

যাঁহার অন্তরে সর্ব্বদা হরিভক্তিরূপ পরাবিদ্যা বিরাজিতা, তিনি সততই আনন্দাম্বুধিনীরে সুখে সন্তরণ করিয়া থাকেন। তাই প্রাণ

গৌরাঙ্গ বলিয়াছেন—"আনন্দাম্বুধি বর্দ্ধনং" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ নাম সঙ্কীর্ত্তনই আনন্দ রূপ অম্বুধির বর্দ্ধক। আনন্দ সমুদ্র নামানু-কীর্ত্তনের দ্বারাই নিরন্তর বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। পূর্ণচন্দ্রোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যেমন অম্বুধি-নীর পরিবর্দ্ধিত হয় অর্থাৎ পুর্ণিমায় যেমন সমুদ্রের বারি উচ্ছ্বসিত হয় শ্রীনাম-রূপচন্দোদয়ে সেইরূপ আনন্দ সাগরও উচ্ছ্বাসিত হইয়া থাকে ।

তবে নীর-সমুদ্র নীরে মগ্ন হইলে প্রাণ রক্ষা হওয়া কঠিন কিন্তু এই আনন্দ সমুদ্রে একবার মগ্ন হইতে পারিলে আর কোন ভয়ই থাকেনা। লবণাম্বুধিতে মগ্ন হইয়া যদিও কোন প্রকারে প্রাণ রক্ষা হয় বটে কিন্তু লবণ মিশ্রিত জল পান করিয়া পরিণামে রোগ-যন্ত্রণায় ছট্ ফট্ করিতে হয় কিন্তু এ আনন্দ সমুদ্রে মগ্ন হইয়া ইহার জল আকণ্ঠ পান করিলেও কোন প্রকার ব্যাধি হইবার সম্ভাবনা নাই বরং পরমানন্দের সহিত অমৃতের অধিকারীই হইয়া মহান্ ভব ব্যাধি নিবারিত হইয়া থাকে। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন "প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্"—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ নামের বর্ণে বর্ণেই সুধাসিন্ধু উথলিয়া পড়ে, নামের প্রত্যেক পদই পুর্ণামৃতের আস্বাদ পাওয়া যায়। এইভাবে নামামৃত ধারা আস্বাদনেরই ফল সর্ব্বাত্ম স্বপনং অর্থাৎ এই ভাবে নাম

সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা সকলের হৃদয়ই রসভাবে স্নান করাইয়া অন্তর বাহির সুনির্ম্মল করে ও নাম গ্রহণ কারীকে পরমানন্দ প্রদান করে।

এমন যে সর্ব্বশক্তিমান সুধা মধুর শ্রীকৃষ্ণ নাম সঙ্কীর্ত্তন তাহার বিজয় ঘোষণা করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু সংক্ষেপে কলিজীবের সাধন পথ কীর্ত্তন করিতেছেন।

শ্রীসঙ্কীর্ত্তনের এত শক্তি তথাপিও তাহাতে জীবের রুচি হয় না তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে যে নামে রুচি হওয়া জীবের সুকৃতি সাপেক্ষ। তাই তিনি বলিলেন;—

"নাম্নামকারি বহুধা নিজ সর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈব মীদৃশ মিহাজনী নানুরাগঃ ॥২॥"

হে ভগবন্! ত্বয়া (তব নাম্নাং সম্বন্ধে) নিজ সর্ব্বশক্তিঃ বহুধা অনেক প্রকারেন (তত্র) নাম সমূহে অর্পিতা অকারী। স্মরণে ন কালঃ নিয়মিতঃ এতাদৃশী তবকৃপা (বিদ্যতে, তথাপি) মম দুর্দ্দৈবং ঈদৃশং (যৎ ইহ, নাম্নি) অনুরাগো ন অজানি ॥২॥

হেভগবন্! তোমার এমনই করুণা যে, তোমার নাম সমূহে তুমি বহুভাবে নিজ শক্তি নিহিত রাখিয়াছ, আর ঐ নাম গ্রহণের

অন্য কোনও প্রকার নির্দ্দিষ্ট কাল নির্দ্দেশ কর নাই অর্থাৎ যখন ইচ্ছা তখনই নাম লইবার ব্যবস্থা করিয়াছ, তোমার এত কৃপা সত্ত্বেও আমার এমনই দুর্দ্দৈব যে, এমন নামেও আমার অনুরাগ জন্মিল না।

নামের বহুত্বাদির বিষয়ে পূজ্যপাদ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় বলিয়াছেন—

"অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার।
কৃপাতে করিলা অনেক নামের প্রচার॥
খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
কাল দেশ নিয়ম নাহি, সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥
সর্ব্বশক্তি নামে দিলা করিয়া বিভাগ।
আমার দুর্দ্দৈব নামে নাহি অনুরাগ॥"

(শ্রীচরিতামৃত অন্তঃ ২০পঃ।)

যাঁহার যখন যেরূপ প্রয়োজন, তিনি সেই ভাবে তখন সেই নাম বলিয়া থাকেন। কিন্তু নামের শক্তি অনন্ত। যিনি যেভাবে যে নামটীই বলুন না কেন প্রত্যেক নামটী উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই অন্তর মধ্যে আনন্দের তরঙ্গ উদয় হইবে। শাস্ত্র বলেন,—

"ঋগ্বেদোঽথ যজুর্ব্বেদো সামবেদোপ্যথর্ব্বনঃ
অধীতাস্তেন যেনোক্তং হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ং॥"

অর্থাৎ "হরি" এই দুইটী অক্ষর উচ্চারণ দ্বারা ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব্ব এই চতুর্ব্বেদ অধ্যয়নের ফল লাভ হইয়া থাকে। ইহার প্রমাণ পরম ভক্ত প্রহ্লাদের চরিত্র। সুতরাং শ্রীভগবান যে জীবের প্রতি করুণা করিয়া তাঁহার নামে সমস্ত শক্তি প্রদান করিয়াছেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

চিন্তামণি যেমন অচিরেই চিন্তিত পদার্থ প্রদান করে এই নামচিন্তামণিও সেইরূপ চিন্তিতাচিন্তিত সর্ব্বতত্ত্ব প্রদান করিয়া থাকে তাই শাস্ত্রে বলেন, "নামশ্চিন্তামণিঃ।"

তাহা হইলেই সকলের বিশেষতঃ যাগ-যজ্ঞ-তপস্থানভিজ্ঞ এই ঘোর কলিহত জীবের পক্ষে কেবল মাত্র নাম করাই শ্রেষ্ঠ সাধন। তবে আমরা পারি কৈ? কোনও মহাত্মার মুখে শুনিয়াছিলাম মরণোন্মুখ পিতাকে পুত্র বলিয়াছিলেন "বাবা! হরে কৃষ্ণ বলুন" কিন্তু বাবা বলিলেন। "আঃ গোল কর কেন, আমি অত কথা বল্‌তে পারিনা আমায় একটু জল দাও খাব।" বন্ধুগণ! আমাদেরও ঠিক ঐদশা হইয়াছে। আমরাও দিবারাত্র নানাবিধ বিষয় চর্চ্চা লইয়া খুব আলোচনা করিতে পারি কিন্তু ভগবানের নাম গ্রহণের সময়েই যত যন্ত্রণা যত অলসতা। মনিবের সকল বোঝাই গাধা বহন করিতে পারে। কিন্তু একটি সামান্য ভাতের কাটির ভার যেমন সহ্য করিতে পারেনা আমরাও তেমনি আবোল,

তাবোল অনেক বলিতে পারি কিন্তু গুরুদত্ত বীজ মন্ত্র জপ করিতে বসিলেই আমাদের বড় কষ্ট বোধ হয়।

যখন তখন হেলায় শ্রদ্ধায় যেমন করিয়াই হউক নাম করিতে হইবে কিন্তু আমাদের ভাগ্যে তাহাই বা ঘটে কৈ? তাহার উপর আবার দুর্দ্দৈব। এই দুর্দ্দৈব শব্দে নামাপরাধ বলিয়া মহাজনগণ কেহ কেহ ব্যাখা করিয়া বলিয়াছেন যে, নামাপরাধ পরিহার পূর্ব্বক নাম করিতে করিতেই ক্রমে নামে রুচি আসিবে। নামাপরাধ সম্বন্ধে শ্রীহরিভক্তি বিলাস, শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধু প্রভৃতি গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে ব্যাখা আছে গ্রন্থ বাহুল্য ভয়ে তাহা উদ্ধৃত করিলাম না। এক্ষণে—

"যেরূপে লইলে নাম প্রেম উপজয়।
তাহার লক্ষণ শুন স্বরূপ রামরায়॥"

এই বলিয়া প্রভু বলিলেন—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥ ৩॥"

অনেন জনেন সদা হরিঃ কীর্ত্তনীয়ঃ। কেন? তৃণাদপি সুনীচেন। পুনঃ কিম্ভূতেন? তরোরিব সহিষ্ণুনা। পুনঃ

কিন্তুতেন? অমানিনা অভিমান রহিতেন। পুনঃ কিন্তুতেন? মানি অমানি সর্ব্বেষাং মানদেন।৩॥

অর্থাৎ যে ব্যক্তি তৃণ অপেক্ষাও নীচ, তৃণের উপর পদাঘাত করিলে তৃণও পুনর্ব্বার উচু হইয়া উঠে কিন্তু নাম-কীর্ত্তনকারী তাহাও করিবে না, কেহ কিছু বলিলে নত হইয়া থাকিবে। আর বৃক্ষের ন্যায় সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিবে অর্থাৎ বৃক্ষ যেমন নিজ অঙ্গ ছেদনকারীকেও সুমিষ্টফল ও সুশীতল ছায়াদানে পরান্মুখ হয় না নাম-কীর্ত্তনকারীও সেইরূপ ক্ষমাশীল ও বৃক্ষের ন্যায় শীত, ঘর্ম্ম, বর্ষা সহ্য করিয়া অযাচক বৃত্তি অবলম্বন করিবে, বৃক্ষের অযাচক বৃত্তি, যথা—জলাভাবে শুকাইয়া যায় তবু কাহারও নিকট এক-বিন্দু জল প্রার্থনা করে না।

নিরপরাধযুক্ত হইয়া নামগ্রহণ করিতে করিতে ক্রমান্বয়ে যখন জীবের সেই ভাগ্য উদয় হইতে থাকে তখন বিষয়-বিরক্তি-জনিত দৈন্যভাব, মিথ্যা অভিমানের অভাব, সর্ব্বজীবে শ্রীকৃষ্ণ অধিষ্ঠান জানিয়া দয়া এবং যথাযোগ্য সম্মাননা প্রভৃতির সহিত জীব যে নিত্যই শ্রীকৃষ্ণ-কিঙ্কর, নিরন্তর তাঁহার তুষ্টির জন্যই যে যাহা কিছু কর্ম্ম সম্পাদন করা হয়, এই তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া আনন্দ-চিদ্ঘন মুর্ত্তি শ্রীগোবিন্দের ভাবে বিভোর থাকেন। এই স্থলে আমরা

শ্রীশ্রীশিক্ষাষ্টকম্‌।

পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামী মহাশয়ের ভাষায় উপরোক্ত শ্লোকের কথা বলি—

"তৃণ হৈতে নীচ হৈয়া সদা লবে নাম।
আপনি নিরভিমানী অন্যে দিবে মান॥
তরু সম সহিষ্ণুতা বৈষ্ণব করিবে।
তাড়ণ ভৎর্সনে কারে কিছু না বলিবে॥
কাটিলেহ তরু যেন কিছু না বোলয়।
শুখাইয়া মরে তবু পানি না মাগয়॥
সেই যে মাগয় তারে দেয় আপন ধন।
ঘর্ম্ম বৃষ্টি সহি অন্যে করয়ে রক্ষণ॥
এই মত বৈষ্ণব কারে কিছু না বলিবে।
অযাচিত বৃত্তি সদা শাক ফল খাবে॥
সদা নাম লবে যথা লাভেতে সন্তোষ।
এইত আচার করে ভক্তি ধর্ম্ম পোষ॥
উত্তম হৈয়া বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে যানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান॥
প্রভুর আজ্ঞায় কর এই শ্লোক আচরণ।
অবশ্য পাইবে তবে শ্রীকৃষ্ণ চরণ॥"

মুখে বলা খুব সহজ কিন্তু কার্য্যে প্রতিফলিত করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। কোন ভক্তকবি প্রাণের আবেগে বলিয়াছিলেন—

"বৈষ্ণব হইতে মনে ছিল বড় সাধ।
(কিন্তু) তৃণাদপি শ্লোকেতে প'ড়ে গেল বাঁধ ॥"

এইভাবে নাম করিতে করিতে যখন সাধক বুঝিতে পারেন যে, সেই জগত-জীবন দীনবন্ধুর শ্রীচরণ আশ্রয় ভিন্ন আর অন্য উপায় নাই তখন তিনি করজোড়ে প্রেমময়ের উদ্দেশে বলিতে থাকেন—

"নাথ যোনি সহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্।
তেষু তেষ্বচলাভক্তি রচ্যুতস্তু সদা ত্বয়ি ॥"

এই ভাবে কখনও বা বহির্ম্মুখ মায়ামুগ্ধ জীবের দুর্দ্দশা দেখিয়া তাঁহারা কাঁদিয়া উঠেন, আবার কখনও বা ভাবিতে থাকেন, হায়, নাথ! কবে জগতের সকল জীব তোমার নামামৃত পানে কৃতার্থ হইবে? এই ভাব প্রাণে উদয় হইলে জীবের যে অবস্থা লাভ হয় জগৎ গুরু প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর আমার নিজ কৃত শ্লোকের দ্বারা তাহাই ব্যক্ত করিয়া বলিতেছেন,—

"ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।

মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে

ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকীত্বয়ী ॥৪॥”

হে জগদীশ! (জগন্নাথ) ন ধনং কাময়ে, তথা ন জনং, ন সুন্দরীং, ন বা কবিতাং কাময়ে, কিন্তু মম জন্মনি জন্মনি ঈশ্বরে (ভগবতি) ত্বয়ি অহৈতুকী (ফলকামনাশূন্যা) ভক্তিঃ ভবতাং অস্তু। ৪

অর্থাৎ হে জগদীশ: আমি তোমার নিকট ধন প্রার্থনা করিনা, পরিজন চাইনা, সুন্দরী ভার্য্যাও কামনা করিনা, এমন মনো-হারিণী কবিত্ব শক্তিও প্রার্থনা করিনা কিন্তু জন্মে জন্মে যেন তোমার পাদপদ্মে আমার অহৈতুকী ভক্তি থাকে ইহাই প্রার্থনা।

নামের এমনই মহিমা, নামের এমনই অদ্ভুত শক্তি যে, নাম করিতে করিতে ভাবের স্রোত আসিয়া সাধককে কোথায় কি ভাবে ভাসাইয়া লইয়া যায় তাহা স্থির করা কঠিন, প্রথমতঃ হয়তো সাধক কোন কামনা হৃদয়ে লইয়া নাম করিতে থাকে কিন্তু নাম করিতে করিতে প্রেমোদয় হইলে তখন সে কিছুই আর চায় না। তখন কেবল সেই প্রেমানন্দ-ঘন-শ্রীগোবিন্দের বংশী-বিলাসময়ী বদন চন্দ্রমা নিরীক্ষণের জন্যই প্রাণ ব্যাকুল হইয়া থাকে। তখন কেবল “দয়াময়, প্রাণ গোবিন্দ একবার দেখা দাও” ইত্যাদি ভাবে প্রার্থনা করিতে থাকে।

"ধন জন নাহি মাগোঁ কবিতা সুন্দরী।
শুদ্ধ ভক্তি দেহ মোরে কৃষ্ণ কৃপা করি॥"

এইভাবে প্রার্থনা করিতে করিতে ক্রমে যখন দাস্য ভাব প্রাণে জাগরূক হইতে থাকে তখন সাধক কিভাবে প্রার্থনা করেন তাহা দেখাইয়া বলিতেছেন—

"অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং
পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদ পঙ্কজ
স্থিত ধূলি সদৃশং বিচিন্তয়॥৫॥"

অয়ি নন্দতনুজ! (নন্দ নন্দন) বিষমে ভব সমুদ্রে পতিতং (অপার সংসার সমুদ্রে মজ্জিতং) তব কিঙ্করং মাং কৃপয়া তব পাদ পঙ্কজস্থিত ধূলি সদৃশং বিচিন্তয়।৫।

অর্থাৎ হে নন্দনন্দন শ্রীগোবিন্দ! ভীষণ তরঙ্গময় সংসার সাগরে নিপতিত হইয়া আমি নিরন্তর কষ্ট পাইতেছি তুমি কৃপা করিয়া তোমার এই দাসকে তোমার শ্রীচরণ কমল স্থিত ধূলি কণার ন্যায় গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ কর। শ্রীচরিতামৃতে এই ভাবেরই অতি সুন্দর ব্যাখা দেখিতে পাই, যথা—

"তোমার নিত্য দাস মুই তোমা পাশরিয়া।
পড়িয়াছোঁ ভবার্ণবে মায়া বদ্ধ হঞা ॥

কৃপা করি কর মোরে পদ ধূলি সম।
তোমার সেবক করোঁ তোমার সেবন ॥"

পরম দয়াল শ্রীগৌরাঙ্গ দেব কিরূপ ভাবে জীবকে ধীরে ধীরে সাধন পথে অগ্রসর হইবার উপদেশ দিতেছেন দেখুন ।—প্রথম শ্লোকে নাম সংকীর্ত্তনের প্রয়োজন বলিয়া, নামকীর্ত্তনে কি হয়, তাহা বলিলেন, পরে দ্বিতীয় শ্লোকের দ্বারা সংকীর্ত্তনে যে রুচি হওয়া প্রয়োজন তাহা বুঝাইলেন। তারপর সেই রুচি-যুক্ত-চিত্তে নামগ্রহণ করিতে করিতে জীব কি ভাবে নাম গ্রহণে অধিকারী হয় তাহা তৃতীয় শ্লোকে বর্ণনা করিয়া, নাম গ্রহণের ফলে যে ক্রমেই সংসারের অনিত্যতা উপলব্ধি হয় এবং তখন যে সাধক প্রাণের আবেগে ধন জন বাহ্যিক বিষয়ের সুখ শান্তি কিছুই চায়না তাহা দেখাইয়া চতুর্থ শ্লোক প্রকাশ করিলেন। তারপর "আমি আর কিছুই চাই না আমাকে তোমার ভাবে মাতাইয়া রাখ, প্রাণে ভক্তি দাও" এই ভাবে প্রার্থনা করিতে করিতে নিজকে নিতান্ত অসহায় দুর্ব্বল বোধ করিয়াই শ্রীভগবানের পাদপদ্মে স্মরণ লইয়া এই পঞ্চম শ্লোক বলিলেন।

শিক্ষার যেমন ক্রমোন্নতি আছে, সাধনেরও তদ্রূপ ক্রমোন্নতি পরিলক্ষিত হয়। ক্রমে ক্রমে প্রপন্নভাব আসিয়া যখন হৃদয় অধিকার করে তখন সাধকের প্রাণে সাধ্য পদার্থে সম্ভ্রমের উদয় দেখিতে পাওয়া যায় এই ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই সেবাভিলাষ প্রাণে জাগিয়া উঠে তখন "অয়ি নন্দতনুজ," ইত্যাদি ভাবে কাঁদিয়া কাঁদিয়া সেই গোবিন্দ চরণে লোটাইয়া পড়িবার বাসনা হয়। তাঁহার সেবা করিবার বাসনা প্রাণে জাগিলেই আমি ছোট তিনি বড়, আমি দাস তিনি প্রভু এই ভাবটী প্রাণে আসে। ইহাকেই শাস্ত্র দাস্য রতি বলিয়াছেন।

প্রেম রাজ্যের ভাব, প্রেম রাজ্যের চাল চলন সকলই এক নূতন ধরণের। কখন কোন সূত্র ধরিয়া যে কোন ভাবের উদয় হয় তাহা কিছু বুঝিতে পারা যায় না। দাস্য ভাব লাভ করিয়া ভক্ত ভগবানের সেবা করিয়া ধন্য হইতে থাকে তবু যেন কেন মনে হয় "আমি অধম, আমার প্রাণ গলিল না" ইত্যাদি। এই ভাব আসিলে ভক্তের কি অবস্থা হয় তাহাই ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন,—

"নয়নং গলদশ্রু ধারয়া
বদনং গদগদ রুদ্ধয়াগিরা।
পুলকৈর্নিচিতংবপুঃ কদা
তবনামগ্রহণেভবিষ্যতি ॥৬॥"

হে প্রভো! কদা (কস্মিন্ সময়ে) তব নাম-গ্রহণে (কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি নামোচ্চারণে) গলদশ্রু ধারয়া (নিঃসৃত নেত্রাম্বু ধারয়া) নিচিতং নয়নং গদ্ গদ রুদ্ধয়াগিরা বচসা বদনং পুলকৈঃ নিচিতং বপুঃ (শরীরং) ভবিষ্যতি।৬।

অর্থাৎ প্রভো! তোমার নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে কবে আমার নেত্র দিয়া বারিধারা বিগলিত হইবে। নাম গুণ বলিতে বলিতে কবে আমার বচন রুদ্ধ হইয়া আসিবে, আর অনিত্য এই দেহ কবেইবা তোমার নাম গুণ শ্রবণে পুলকিত হইয়া উঠিবে অর্থাৎ তোমার নামে কবে আমার প্রেমের সঞ্চার হইবে প্রেম বিনা জীবন ব্যর্থ বলিয়া বোধ হইতেছে।

"প্রেম ধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন,
দাস করি বেতন মোরে দেহ প্রেম ধন।"

সাধক নামকীর্ত্তনের দ্বারা উক্ত প্রকার ভাব লাভ করিয়া আরাধ্য দেবের দর্শন স্পর্শনাদি দ্বারা নানাভাবে সেবানন্দে বিভোর থাকেন, কিন্তু সময় সময় অদর্শন হেতু যে ভাব হয় তাহা উক্ত করিয়াই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিতেছেন;—

"যুগায়িতং নিমিষেণ চক্ষুষা প্রাবিষায়িতং
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দ বিরহেণ মে ॥৭॥"

গোবিন্দ বিরহেণ মে (মম) নিমেষেণ (ত্রুটিলবকালেন) যুগায়িতং (যুগবং লক্ষিতং) চক্ষুষা (নেত্র দ্বারা) প্রাবৃষায়িতং সর্ব্বং জগং শূন্যায়িতং (শূন্যবং লক্ষিতং)॥৭॥

সাধক বিরহ জ্বালা সহ্য করিতে পারে না, বিরহ উপস্থিত হইলে ক্ষণকাল তাঁহার নিকট যুগবং প্রতীয়মান হয়, নয়ন হইতে শ্রাবণের ধারার ন্যায় অবিরত বারিপাত হইতে থাকে। তখন তাঁহার নিকট বাহ্যিক জগতের ঐশ্বর্য্য সুখ সম্পদ সকলই শূন্য বলিয়া বোধ হয়। কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

"উদ্বেগে দিবস না যায় ক্ষণ হইল যুগসম।
বর্ষা মেঘ প্রায় অশ্রু বর্ষে দুনয়ন॥
গোবিন্দ বিরহে শূন্য হৈল ত্রিভুবন।
তুষানলে পোড়ে দেহ না যায় জীবন॥"

এই প্রকারে ভাবিতে ভাবিতে দিন যায় কিন্তু বিরহ অগ্নিতে পোড় খাইয়া তখন সাধক আরও উন্নত হইতে থাকে। তখন ঈর্ষা, উৎকণ্ঠা, দৈন্য, পৌঢ়ি, বিনয় একত্রে উদয় হওয়ায় সাধক স্থির হইতে পারে না, কাজেই প্রাণবল্লভ শ্রীগোবিন্দের জন্য প্রাণ কেমন হইয়া উঠে, এই ভাবটী দেখাইতে শ্রীমতি রাধিকার অবস্থা স্মরণ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু সেই ভাবের শ্লোক বলিয়া ভক্তগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিলেন।

"আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণ নাথস্তু স এব নাপরঃ ॥৮॥"

স (প্রাণ নাথঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) পাদরতাং (চরণ সেবা পরায়ণাং) মাং আশ্লিষ্য পিনষ্টু (আত্মসাৎ করোতু) বা (কিম্বা) অদর্শনাৎ মর্ম্মহতাং (মৃত্যু তুল্যঃ পীড়িতাং) করোতু বা লম্পটঃ (বহু বল্লভঃ) স যথা তথা (মাং হিত্বা) অন্য ভিঃ সহ বিহারং বিদধাতু বা, তু (তথাপি) স এব (শ্রীকৃষ্ণ) মৎ (মম) প্রাণ নাথঃ ন অপরঃ ॥৮॥

শ্রীচরণাশ্রিতা কিঙ্করী আমাকে (শ্রীরাধাকে) শ্রীকৃষ্ণ আলিঙ্গন করিয়া নিজেতে পর্য্যাপ্ত করুন, অথবা অদর্শন দ্বারা মর্ম্মাহত করুন অথবা লম্পট চূড়ামণি, আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যথাতথা অপর নায়িকার সহিত বিহার করুন তথাপি তিনিই আমার এক মাত্র ভরসা, তিনিই আমার প্রাণনাথ অপর কেহ নহে।

আমি কৃষ্ণ পদ দাসী, তিঁহ রস সুখ রাশি
আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাৎ।
কিবা না দেন দরশন, না জানে আমার তনু মন,
তবু তিঁহ মোর প্রাণনাথ ॥

সখি হে! শুন মোর মনের নিশ্চয়।

কিবা অনুরাগ করে কিবা দুঃখ দিয়ামারে

মোর প্রাণেশ্বর কৃষ্ণ, অন্য নয়॥

মহাপ্রভু শিক্ষার চরমে এই যে শ্লোকটি শিক্ষাচ্ছলে উক্ত করিলেন ইহা চিত্র জল্পাদি দশবিধ প্রলাপের বিজল্প প্রলাপ, সাধকের এ একবিধ চরম অবস্থা। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহার অনুরাগের চরম দেখাইয়াছেন তিনি লম্পটাদি শব্দ প্রয়োগ করিলেও স্বয়ং যে তাঁহাতে গাঢ়ানুরাগবতী তাহা দেখাইয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণের সুখেই যে তাঁহার সুখ, তিনি যে তাঁহার প্রাণনাথের সুখ ব্যতিরেকে আর কিছু চাহেন না তিনি যে তাঁহাকে অশেষ প্রকারে দুঃখপ্রদান করিলেও তিনি কেবল তাঁহার সুখ চাহেন। ইহাই এখানে অভিব্যক্ত হইয়াছে। উক্ত ভাবে ভাবিত ভক্তেরও এইরূপ অবস্থা। তিনি তাঁহার হৃদয়-বল্লভ শ্রীকৃষ্ণের সুখ ছাড়া আর কিছু চাহেন না। শ্রীরাধার ঐ ভাবের বিষয় শ্রীকবিরাজ গোস্বামী শ্রীচরিতামৃতে লিখিয়াছেন—

"আপনি আপন দুঃখ, সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ

তাঁর সুখে আমার তাৎপর্য্য।

মোরে যদি দিয়ে দুঃখ, তাঁর হৈল মহাসুখ

সেই দুঃখ মোর সুখবর্য্য॥"

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ সুখেই আমার সুখ, আমাকে দুঃখ দিয়া সে সুখ পাইলেও আমার সুখ, কেননা তিনি আমার সুখদ প্রাণনাথ। এখানে শ্রীমন্মহাপ্রভুও এই প্রকারে নাম সাধনের চরম সিদ্ধান্ত করিয়া যে সকল অমূল্য উপদেশ দিয়াছেন এতদতিরিক্ত কাহারও কিছু বলিবার নাই। সাধনের দ্বারা এতাদৃশ প্রেম লাভই পঞ্চম পুরুষার্থ বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু শিক্ষাষ্টকের যেভাবে উপদেশ করিয়াছেন সম্পূর্ণ তদনুযায়ী ব্যাখ্যা করিয়া লোকরঞ্জন করিবার ক্ষমতা আমার নাই, তবে সহৃদয় পাঠক মহোদয়গণ আপনাপন সহৃদয়তা গুণে ব্যাখ্যার ভাষার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া ভাব গ্রহণে প্রাণে আনন্দ অনুভব করেন ইহাই আমার অভিলাষ এবং তৎসঙ্গে আমাকে একটু একটু শক্তির সঞ্চার করুন যেন অকপট প্রাণে প্রাণের ঠাকুর শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রদর্শিত পথে চলিয়া জীবন জনম সার্থক করিতে পারি। শ্লোক ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া আমি পদে পদেই শ্লোকের মর্য্যাদা হানি করিয়া অপরাধী হইয়াছি বলিয়া মনে হয়, সকলে কৃপা করুন এবং আপনাপন গুরুদেবের কৃপাশক্তি লাভ করিয়া সাধন সম্পদে সমাসীন হইয়া শিক্ষাষ্টকের ভাব আপনাপন অন্তরে উপভোগ করুন। জয় জয় শ্রীশ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর জয়।

ইতি শ্রীশ্রীগৌর চন্দ্র প্রেমাম্বুধি মথনোদ্ভুত শিক্ষাষ্টকম্ সম্পূর্ণম্।

শ্রীশ্রীচৈতন্যাষ্টকম্ ।

সদোপাস্যঃ শ্রীমান্ ধৃতমনুজকায়ৈঃ প্রণয়িতাং
বহদ্ভির্গীর্ব্বাণৈর্গিরিশ পরমেষ্ঠি প্রভৃতি ভিঃ ।
স্ব ভক্তেভ্যঃ শুদ্ধাং নিজ ভজনমুদ্রামুপদিশন্
স চৈতন্যঃ কিংমে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদং ॥১॥
সুরেশানাং দুর্গং গতিরতিশয়ে নোপনিষদাং
মুনীনাং সর্ব্বস্বং প্রণত পটলীনাং মধুরিমা ।
বিনির্যাসঃ প্রেম্নো নিখিল পশু পালাম্বুজ দৃশাং
স চৈতন্যঃ কিংমে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদং ॥২॥
স্বরূপং বিভ্রাণো জগদতুলমদ্বৈতদয়িতঃ
প্রপন্ন শ্রীবাসো জনিত পরমানন্দ গরিমা ।
হরির্দীনোদ্ধারী গজপতি কৃপোৎসেক তরলঃ
স চৈতন্যঃ কিংমে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদং ॥৩॥
রসোদ্দামা কামার্ব্বুদ মধুরধামোজ্জ্বল তনু
যতীনা মুত্তং সস্তরনিকর বিদ্যোতি বসনঃ ।
হিরণ্যানাং লক্ষ্মীভরমভি ভবন্নাঙ্গিকরুচা
স চৈতন্যঃ কিংমে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদং ॥৪॥
হরে কৃষ্ণত্যুচ্চৈঃ স্ফুরিত রসনো নাম গণনা
কৃতগ্রন্থি শ্রেণী সুভগকটি সূত্রোজ্জ্বল করঃ ।

বিশালাক্ষো দীর্ঘার্গল যুগল খেলাঞ্চিত ভুজঃ
স চৈতন্যঃ কিংমে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদং ॥৫॥
পয়োরাশেস্তীরেস্ফুর দুপবনালী কলনয়া
মুহুর্বৃন্দারণ্য স্মরণ জনিত প্রেম বিবশঃ।
ক্বচিৎ কৃষ্ণাবৃত্তি প্রচলরসনো ভক্তি রসিকঃ
স চৈতন্যঃ কিংমে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদং ॥৬॥
রথারূঢ়স্যারাদধিপদবি নীলাচল পতে
রদভ্র প্রেমোর্ম্মিস্ফুরিত নটনোল্লাস বিবশঃ।
সহর্ষং গায়দ্ভিঃ পরিবৃত তনুর্বৈষ্ণব জনৈঃ
স চৈতন্যঃ কিংমে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদং ॥৭॥
ভুবং সিঞ্চন্নশ্রু শ্রুতিভিরভিতঃ সান্দ্রপুলকৈঃ
পরীতাঙ্গো নীপস্তবক নবকিঞ্জল্ক জয়িভিঃ।
ঘনস্বেদস্তোমস্তিমিত তনুরুৎ কীর্ত্তন সুখী
স চৈতন্যঃ কিংমে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদং ॥৮॥

শ্রীশ্রীচৈতন্যাষ্টকম্ সম্পূর্ণম্।